স্বর্ণদ্বীপ (জাহাইজ্জ্যার চর) এলাকায় ম্যানুভার অনুশীলন মহড়া পরিদর্শন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

স্বর্ণদ্বীপ (জাহাইজ্জ্যার চর), নোয়াখালী, শনিবার, ২৪ পৌষ ১৪২৩, ০৭ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ
উপস্থিত অফিসার,
ও সৈনিকবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১১ পদাতিক ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে এবং ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপ এলাকায় ম্যানুভার অনুশীলন মহড়া পরিদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপামর জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অকুতোভয় ও দেশপ্রেমী সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করেছিল। আমি আরও স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনকে। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদত বরণকারী জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ সকল শহীদকে। ঘাতকরা সেদিন আমার ভাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও আমাদের সকলের আদরের ছোট ভাই শিশু রাসেলকেও হত্যা করে। রাসেলের ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে দেশ সেবা করবে। পরিতাপের বিষয় মাত্র দশ বছর বয়সেই ঘাতকের বুলেট তার ছোট্ট বুক বিদীর্ণ করে।

ঘাতকরা আরও হত্যা করে জাতির পিতার সামরিক সচিব বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সাফায়েত জামিলকে। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দুই দশকের জন্য মুখ থুবড়ে পড়ে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে হত্যার বিচার বন্ধ করা হয়। ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সকল বাধা অতিক্রম করে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের হত্যার বিচার শুরু ও পরবর্তীতে রায় কার্যকর করা হয়।

১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করায় যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এর মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন ও জনগণের অধিকার সমুন্নত হয়েছে।

প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি দক্ষ, শৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনীরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। আজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা 'স্বর্ণদ্বীপ'-এ ১১ পদাতিক ডিভিশনের রণকৌশল অনুশীলনের মহড়া দেখে আমি অভিভূত। একই সাথে স্বর্ণদ্বীপ প্রশিক্ষণ এলাকার সুপরিকল্পিত ব্যবহার দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি নিশ্চিত যে, এই প্রশিক্ষণ এলাকা সেনাবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। আজকের এই মহড়া, সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বেরই প্রতিফলন।

আজকের মহড়ায় সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নতুন সংযোজিত ট্যাংক, এপিসি, সেলফ প্রোপেলড আর্টিলারী গান, রাডার ভেহিকেল ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল এর ব্যবহার, মেইনটেন্যান্স ও অন্যান্য সকল কোর এর পেশাদারিত্ব

ও সেনাবাহিনীর সার্বিক সক্ষমতায় আমি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। সাঁজোয়া, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর নতুন প্রবর্তিত যুদ্ধসরঞ্জাম এর প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে আমাদের দেশ রক্ষায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের আস্থাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

আমি নিশ্চিত যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে ওঠা এই বাহিনী যে কোন অশুভ শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত।

প্রিয় সুধি,

নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত এই দ্বীপটি দীর্ঘকাল ধরে দুষ্কৃতিকারীদের অভয়ারণ্য হিসেবেই পরিচিত ছিল। তাদের কার্যক্রম এই অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করেছিল। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য একটি সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ এলাকার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এই বিস্তৃত চরাঞ্চলে প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং বসবাসযোগ্য ও সামাজিক বনায়নের দায়িত্ব প্রদান করে।

আমি জেনে আনন্দিত, মাত্র তিন বছরে এই চরের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই এখানে দুটি সাইক্লোন শেল্টার এবং একটি কন্টেইনার বেইজড ক্যাম্প তৈরী হয়েছে। আরও তিনটি সাইক্লোন শেল্টার অতি দ্রুত তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

এই দ্বীপে বসবাসকারীদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অত্যধিক লবণাক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই চরে বিভিন্ন প্রকারের ধান ও রবিশস্য চাষ হচ্ছে।

এখানে বিশেষ পদ্ধতিতে নারিকেল বাগান করা হয়েছে। চরের ক্ষয়প্রবণ ভূমিকে ধরে রাখার জন্য কেওড়া বাগান করা হচ্ছে। এছাড়াও খাদ্য সংস্থান সাপেক্ষে মহিষ, গরু, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি পালন করা হচ্ছে। গবাদি পশুদের নিরাপত্তায় ক্যাটেল শেল্টার হিসাবে মুজিব কিল্লা নির্মাণাধীন। এর ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় গড়ে তোলা এই নতুন লোকালয়ের জান-মাল নিরাপদ হবে।

এত অল্প সময়ে এত বিপুল কার্যক্রম সত্যিই ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার। এ জন্য আমি সেনাবাহিনীসহ কৃষি; স্থানীয় সরকার; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; মৎস ও প্রাণিসম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু; পানি সম্পদ; পরিবেশ ও বন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; পরিকল্পনা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন।

আপনারা জানেন যে, এই দ্বীপটি মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় এটি অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ। এটিকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিয়মিত এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য আমি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট MIST, BIWTA, IWM, BUET-সহ অন্যান্য সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সেনাবাহিনীর ৩৩ পদাতিক ডিভিশন ও কুমিল্লা এরিয়ার সকল অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবির সৈনিকদের। যারা তাদের পরিবার পরিজন ছেড়ে এই নির্জন দ্বীপের বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই দ্বীপটিকে সত্যিই একটি স্বর্ণদ্বীপ-এ পরিণত করেছেন।

প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

সেনাসদস্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সেনানিবাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমাদের সরকার সিএমএইচ সমূহের বিভিন্ন সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ৫টি সেনানিবাস এলাকাতে আর্মি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেছে। এছাড়াও সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের জন্য ১২ মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি এবং ১৮ মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সর্বশেষ বেতন কাঠামোর মাধ্যমে সেনাসদস্যদের বেতন স্কেল ক্ষেত্র বিশেষে শতভাগেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সাথে সাধারণ পারিবারিক পেনশনের হার ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুসারে সশস্ত্র বাহিনীর জেসিও ও সার্জেন্টগণের বেতন নির্ধারণের জটিলতা নিরসনে কোনও প্রকার বকেয়া প্রদান ছাড়া তাঁদের উন্নীত স্কেলে ভূতাপেক্ষভাবে ০১ এপ্রিল ২০১৪ হতে বেতন নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

জেসিও-সার্জেন্টগণের মূল বেতন চাকুরীর মেয়াদ ভেদে বৃদ্ধি পাবে। জেসিও পদবিকে ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণি এবং সার্জেন্ট পদবিকে ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর রেশন বৃদ্ধি করে নৌ ও বিমান বাহিনীর সাথে সমতা আনয়ন করা হয়েছে।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, স্বর্ণদ্বীপ-এর সমুদয় খাস জমি ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ করে সরকারি অনুমোদন ও গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সর্বদাই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও সময় উপযোগী একটি আধুনিক ও উন্নত সামরিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা সারা বিশ্বে আমাদের সামরিক বাহিনীকে একটি উন্নত ও আধুনিক বাহিনীর মর্যাদা এনে দিয়েছে।

প্রিয় সেনা সদস্যবৃন্দ,

ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ১০ ও ১৭ পদাতিক ডিভিশন, আর্টিলারি ও পদাতিক ব্রিগেড এবং কয়েকটি আর্টিলারি, পদাতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একই সাথে লেবুখালী, মিঠামাইন এবং পদ্মা সেতু এলাকায় বৃহদাকার সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শীতকালীন প্রশিক্ষণ চলাকালে শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানসহ আপনাদের মাধ্যমে গৃহীত অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের কথা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতিরঝিল প্রজেক্ট, পদ্মা ব্রিজ-এপ্রোচ রোড, প্রোটেকশন এবং সার্বিক তদারকি, পদ্মা ব্রিজ রেলওয়ে লিঙ্ক প্রজেক্ট (PBRL), মেট্রোরেল ও র‍্যাপিড ট্র্যানজিট বাস সার্ভিস (RTBS) এর এলাইনমেন্ট, ঢাকা-চট্টগ্রাম এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণ, জয়দেবপুর-গাজীপুর রোড সম্প্রসারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় সংযোগ রাস্তা নির্মাণ দেশ ও জাতি গঠনে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার উদাহরণ।

আমি আশা করি, আপনারা এরূপ মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রাখবেন এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আস্থা অর্জনে আরও অগ্রগামী হবেন।

প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বিত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই মহড়া আপনাদের প্রতি আমার আস্থা আরও সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এ দেশের সম্পদ, দেশের মানুষের ভরসা ও বিশ্বাসের প্রতীক। তাই পেশাদারিত্বের গুণগত মান অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে পেশাগতভাবে দক্ষ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ এবং মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে হবে। পবিত্র সংবিধান এবং দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে আভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক যে কোন হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

আপনারা উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্য পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদের সকলকে সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আগত সকল অতিথি এবং বিশেষ করে যারা আজকের সুন্দর মহড়ায় অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...